সুবোধ ঘোষের

শুন বরনারী

অজয় কর পরিচালিত 'শুন বরনারী' চিত্রে উত্তম ও সুপ্রিয়া

এপেক্স ফিল্মসের নিবেদন

শুন বরনারী

আলোক চিত্র তত্বাবধান
ও পরিচালনাঃ **অজয় কর**

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ রবীন চ্যাটার্জি

প্রাধান সম্পাদক ঃ অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি

প্রযোজনা ঃ দেবেশ ঘোষ

চিত্র নাট্য—হীরেন নাগ ★ শব্দযন্ত্রী—সত্যেন চাটার্জী ★ প্রধান সহকারী পরিচালক—হীরেন নাগ রূপসজ্জা—অনন্ত দাস ★ শিল্পনির্দেশন—কার্ত্তিক বসু ★ গীতিকার—গৌরী প্রসন্ন মজুমদার আলোক চিত্র শিল্পী—কানাই দে ★ শব্দ গ্রহণ—অতুল চ্যাটার্জি ★ পট শিল্প—রামচন্দ্র সিন্ধে ★ আলোক সম্পাত—দুলাল শীল ★ স্থির চিত্র ও প্রচার—ক্যাপস্।

সহকারীবৃন্দ :—

সহযোগী সম্পাদক ঃ অমিয় মুখার্জি ★ পরিচালনা : স্বদেশ সরকার ★ চিত্র শিল্প : মধু ভট্টাচার্য, রুণু ঘোষ ও শক্তি ব্যানার্জি ★ শব্দ গ্রহণ ঃ রথীন ঘোষ ও বীরেন নস্কর ★ সম্পাদনা ঃ মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য শিল্প নির্দেশনা ঃ হরি শ্রীবাস্তব ★ সঙ্গীত : শশাঙ্ক সোম ★ ব্যবস্থাপনা : বাসু ব্যানার্জি, নৃপেন ব্যানার্জি ও বিজয় দাস ★ রূপসজ্জা ঃ ভীম নস্কর ★ আলোক সম্পাত : নিতাই, হরি, শম্ভু, শৈলেন ও জগু সজ সজ্জা ঃ বিশ্বনাথ দাস ★ কারুশিল্প : ছেদীলাল শর্ম্মা, মাজেদ আলী, ত্রিবন্তীক শর্ম্মা, হেম দাস।

কণ্ঠ সঙ্গীতে : হেমন্ত মুখার্জি, সুচিত্রা মিত্র ও শ্যামল মিত্র।

যন্ত্র সঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেস্ট্রা। রবীন্দ্র সঙ্গীত : 'সুরেতে ভ্রমর এলো গুণ গুনিয়ে' বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

তত্বাবধান ঃ : অনাদি দস্তিদার।

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী

অন্যান্য ভুমিকায়—

ছবি বিশ্বাস, দীপক মুখার্জি, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, নৃপতি চ্যাটার্জি, পূর্ণেন্দু মুখার্জি ধীরাজ দাস, শশাঙ্ক সোম, নীতিন রায়, মুরারী বাগচি, অনিল সরকার, ঋষি ব্যানার্জি, বচন সিং, মাঃ তিলক, মাঃ অলোক, সুনন্দা দেবী, বনানী চৌধুরী, রাজলক্ষ্মী দেবী, মাধুরী চক্রবর্ত্তী, শান্তি দেবী, গ্লোরিয়া

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, অসিত ভাদুরী, সুরেন্দ্র নাথ মুখার্জী (এড্ভোকেট), পৃথ্বিশ বাগচী (এড্ভোকেট), সুবিমল সোম (এড্ভোকেট), ন্যাসানাল স্টোর্স।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজএ ওয়েসট্রেক্স শব্দযন্ত্রে সত্যেন চ্যাটার্জি কর্তৃক সঙ্গীতাংশ গৃহীত ও শব্দপুনর্যোজিত।
ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি, টেক্নিসিয়ান্স ও নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে
আর. সি এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক ঃ নারায়ণ পিক্চার্স প্রাইভেট লিঃ

কাহিনী

একদিকে বনেদী পাড়ার বনেদী বাড়ীর „উদাসীন”, অন্যদিকে দেহাতী বস্তির একটি ভাঙ্গা ঘর,—মাঝখানে ব্যবধান রচনা করেছে গিরিডির লোহাপুল। 'উদাসীনে'র চারু ঘোষের জীবন আভিজাত্যের, অহঙ্কারের জীবন ; কারুর উপকার করবনা, কারুর উপকার নেবনা—এই হোল চারু ঘোষের কঠিন পন। অন্যদিকে বস্তির ঘরের বাসিন্দা হিমু দত্তের জীবনের একমাত্র তৃপ্তি নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করে দেওয়ায়।

এহেন 'উদাসীনকে' তার উঁচু মাথা নুইয়ে আসতে হোল বস্তির এই ভাঙ্গা ঘরের কাছে। চারুবাবুর মেয়ে যুথিকাকে পাটনা যেতে হবে, কারণ বম্বে থেকে নরেন আসছে·······নরেন,—যাকে পাবার জন্যে মেয়েদের তপস্যার অন্ত নেই, আর মেয়েদের বাবা-মার চোখে ঘুম নেই······সেই নরেন অসছে মাত্র দুটো দিনের জন্য, অথচ যুথিকার সঙ্গে যাওয়ার কোন লোক নেই। বাধ্য হয়ে হিমু দত্তকেই ডাকতে হোল যুথিকাকে পাটনা পৌঁছে দেবার জন্য। হিমু উপকারের বদলে দাম নেয়না, আর 'উদাসীন' দাম না দিয়ে কোন

উপকার নেয়না, বাধ্য হয়েই এই নম্র মানুষটির দৃঢ়তার কাছে হার মানতে হলো প্রিন্সিপলে বিশ্বাসী 'উদাসীনে'র গর্বিত আভিজাত্যকে।

হিমুর জয় যেন 'উদাসীনে'র সব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিবাদ। মানুষ নিঃস্বার্থ ভাবে শুধুই পরের উপকার করে যেতে পারে, 'উদসীনে'র লোকেরা একথা বিশ্বাস করে না। তাই পাটনা যাবার এই দীর্ঘ যাত্রাপথে যূথিকা শুধুই সন্দেহ করে হিমুর বাইরের এই ভালমানুষটিকে। প্রতিটি সন্দেহ যত মিথ্যে প্রমাণ হতে থাকে, পরাজয়ের গ্লানীতে যূথিকার মন তত ক্ষিপ্ত হতে থাকে।

কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন! যার সঙ্গে দেখা করবার জন্য যূথিকা গিরিডি থেকে পাটনা ছুটে এসেছে, দেখা হবার পর সেই নরেনকে আজ যূথিকার মনে হচ্ছে কত সাধারণ, কত অসার, খেলো! অথচ সারা রাস্তায় যার সঙ্গে একবারও ভালো করে কথাই বলেনি যূথিকা, যাকে মনে হচ্ছে অশিক্ষিত এবং বর্বর, সেই হিমুকেই আজ মনে হচ্ছে সে যেন সবার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, হয়ত বা একটু উঁচুতে।

আবার পাটনা থেকে ফেরবার পালা এল, খবর এল এবারও হিমুই তাকে নিতে অসেবে, যূথিকার যেন হঠাৎ লঘুপক্ষ বলাকার মত কল্পনারআকাশে মন মেলে দিল।

হিমু!·····হিমু সে যেন এটি প্রচণ্ড রহস্য—এই রহস্যকে জানবার আকর্ষণ অদম্য!·····কী তার পরিচয়—একটিবার কী জানা যায়না? কে সে?·····কোথায় তার ঘর?·····সংসারে কে আছে তার? কেউ কী তার ফেরবার পথ চেয়ে দিন গুনছে?·····আকূল আগ্রহের অফুরন্ত প্রশ্ন। তবু অচেনাই থেকে যায় এই রহস্যেভরা মানুষটি।

মানুষটিকে চেনা যায়না, তবু অনুভব করা যায় তার প্রাণের উত্তাপ। গণ্ডীতে বাঁধা যায়না তাকে, তবু তার সখ্যতার স্পর্শ যেন কঠিন বাঁধনের মতো ঘিরে থাকে যূথিকার গর্ব ভুলে যাওয়া মনটিকে। এই গিরিডি থেকে পাটনা, পাটনা থেকে গিরিডি—এ পথ কী অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না?

তবু একদিন পথের শেষ হয়—একদিন আসে তাদের শেষ ট্রেন যাত্রার দিন। স্তব্ধ, বাকহারা হয়ে বসে থাকে যূথিকা আর হিমু।····আর কোনদিন তাদের দুজনার দেখা হবেনা····আর কোনদিন গিরিডি থেকে পাটনা যাওয়ার

প্রয়োজন হবেনা…অভিজাত 'উদাসীনে'র মেয়ে যূথিকা অভিজাত নরেনের ঘরনী হয়ে দূরে সরে যাবে চিরকালের মতো, আর হিমু হারিয়ে যাবে তার দেহাতী বস্তির নগণ্য ভীড়ের বিস্মৃতির অন্ধকারে…রূপকথার রাজকন্যা আর ঘুঁটে কুড়ুণীর পুত্রের মিলন হবেনা কিছুতেই।

এই কি তবে শেষ!…পথের প্রেম এমনি পথের ধূলায় মিলিয়ে যাবে! ……কী করবে যূথিকা? কাকে সে বরণ করে নেবে—আভিজাত্যকে, সহজ ভোগের পথকে?……না মেনে নেবে শুধু তার অন্তরের দাবীকে?… ভোগ…না……ত্যাগ…কোন পথ বেছে নেবে যূথিকা? যূথিকার জীবনে আজ দেখা দিয়েছে চিরকালের সেই পুরোনো প্রশ্নটি……আর হিমু?…… সে ও কী পারেনা যূথিকার পাশে দাঁড়িয়ে তার হাতটি ধরে বলতে—আমি তোমারই। অতীতের কোন বেদনাভরা স্মৃতি তাকে বাধা দিচ্ছে?…… ……তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?……কী সেই বেদনভরা রহস্য…?… কেন হিমু পালিয়ে যেতে চাইছে অজানা অচেনা নিরুদ্দেশের পথে…কেন? কে তার উত্তর দিবে?…

সঙ্গীতাংশ

১

ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।।
আলোতে কোন গগনে মাধবী জাগল বনে।
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।।

কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।

কী মায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে,

বেলা যায় গানের সুরের জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।।

২

তারে অনুনয় ক'রে বলেছি যেওনা,
যেওনা শপথ লাগে।
আন গলে তবু দিল সে তো মালা,
আমারি আঁখির আগে।।

ফিরে সে তো আর চেয়ে দেখে নাই,
ধুলায় মিশেছে গরবিনী রাই।

এই তো প্রথম বুঝেছি জীবনে,
কী যে জ্বালা অনুরাগে।।

প্রথমে মিনতি তার পরে তরে
কঠোর শাসন করে,
বলেছি যেওনা তবুও যে তারে
রাখিতে পারিনি ধরে।
জানে নাই বঁধু সে নহে শাসন।
পরাণ দেউলে তার যে আসন।
সে যে দেউল পিরীত ধুপের
বেদনা নীরবে জাগে।।

৩

পীরিতকী রীত শুন বরনারী।
তুহারি ভরম ফান্দে
তুহারি করম কান্দে

চান্দ কিরণ ছোড়ি
দারানল পরশিলি
অব কাহে ফুঁকারে হুতাশা?

অসাধারণ নয়

অতি

সাধারণ

একটি

ছবি

সুবোধ ঘোষের

গরল

অমিয়

ভেল

অবলম্বনে

এস কে এস এর নিবেদন

শিলালিপি

॥ চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ॥

সুবীর হাজরা

॥ সঙ্গীত ॥

সুধীন দাশগুপ্ত

অভিনয়ে :—

মঞ্জু দে, চাঁদ ওসমানী, রঞ্জনা বন্দোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপোধ্যায়, মায়া মুখোপাধ্যায়, সীমা মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, সৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, তমালী লাহিড়ী, দ্বিজু কাওয়াল, সুব্রত চৌধুরী, আরো অনেক।